

## ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ -- নরেন্দ্র, গিরিশ, সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে  
ভজনানন্দে -- সমাধিমন্দিরে

২৭শে অক্টোবর, ১৮৮৫, মঙ্গলবার, বেলা সাড়ে পাঁচটা। আজ নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, শ্যাম বসু, গিরিশ, ডাক্তার দোকড়ি, ছোট নরেন্দ্র, রাখাল, মাস্টার ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত। ডাক্তার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

পীড়াসম্বন্ধীয় কথার পর শ্রীরামকৃষ্ণের ঔষধ সেবনের পর ডাক্তার বলিলেন, ‘তবে শ্যামবাবুর সঙ্গে তুমি কথা কও, আমি আসি।’

শ্রীরামকৃষ্ণ ও একজন ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, ‘গান শুনবেন?’

ডাক্তার -- তুমি যে তিড়িং মিড়িং করে ওঠো। ভাব চেপে রাখতে হবে।

ডাক্তার আবার বসিলেন। তখন নরেন্দ্র মধুরকণ্ঠে গান করিতেছেন। তৎসঙ্গে তানপুরা ও মৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতেছে। গাহিতেছেন:

(১) চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার,  
শোভার আগার বিশ্ব সংসার।  
অযুত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন-হার  
কত চন্দ্র কত সূর্য নাহি অন্ত তার।  
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময়, হয় পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার  
হে মহেশ, অগণনলোক গায় ধন্য ধন্য এ গীতি অনিবার।

(২) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।  
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহাবাসী।  
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্বাণ হিল্লোলে,  
চিরশান্তি পরিমল, অবিরল যায় ভাসি।  
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,  
সমাধিমন্দিরে ও মা কে তুমি গো একা বসি;  
অভয়-পদ-কমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে  
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অটু অটু হাসি।

ডাক্তার মাস্টারকে বলিলেন, “It is dangerous to him!”

(এ-গান ঠাকুরের পক্ষে ভাল নয়, ভাব হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে)।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলছে?” তিনি উত্তর করিলেন, “ডাক্তার ভয় করছেন, পাছে আপনার ভাবসমাধি হয়।” বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ একটু ভাবস্থ হইয়াছেন; ডাক্তারের মুখপানে তাকাইয়া করজোড়ে বলিতেছেন, “না, না, কেন ভাব হবে?” কিন্তু বলিতে বলিতে তিনি গভীর ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। শরীর স্পন্দহীন, নয়ন স্থির! অবাক! কাষ্ঠপুত্রলিকার ন্যায় উপবিষ্ট! বাহ্যশূন্য! মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ। আর সে মানুষ নয়। নরেন্দ্রের মধুরকণ্ঠে মধুর গান চলিতেছে:

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!  
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ, প্রেম উৎস উথলিল আজি --  
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী, কি ধন তোমারে দিব উপহার?  
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব;  
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ।

গান - কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে  
যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ চিরমগন না রয় হে।  
অগণন ধনরাশি তায় কিবা ফলোদয় হে  
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে।  
সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে  
যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখে দেখিতে না পাই হে।  
কি ছার শশাঙ্কজ্যোতিঃ, দেখি আঁধারময় হে;  
যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেম চাঁদ নাহি হয় উদয় হে।  
সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে,  
যদি সে প্রেমকনকে, তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে।  
তীক্ষ্ণ বিষা ব্যালী সম সতত দংশয় হে,  
যদি মোহ পরমাদে নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।  
কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায় হে;  
তুমি আমার হৃদয়রতন মণি, আনন্দনিলয় হে।

“সতির পবিত্র প্রেম” গানের এই অংশ শুনিতে শুনিতে ডাক্তার অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিয়া উঠিলেন, আহা!  
আহা!

নরেন্দ্র গাহিলেন:

কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চারণ।  
হয়ে পূর্ণকাম বলব হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।।  
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,  
সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।।  
কবে পরশমণি করি পরশন লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন  
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটিব ভক্তিপথে অনিবার।।  
(হায়) কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,  
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার।।

মাখি সৰ্ব অঙ্গে ভক্তপদধূলি, কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,  
পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেমযমুনার।।  
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব,  
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার।